টেনিদা ও তাঁর দলবলের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা

ক্রিকেট মানে ঝিঁঝি

কাহিনী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ছবি : দেবকান্তি দাশগুপ্ত

বেগুন-খেতে কাকতাড়ুয়া দেখেছিস ? ওই মাথায় কেলে হাঁড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে ? তেমনি মনে হচ্ছে তোকে ।

এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছিস প্যালা ? প্যাড পর, দস্তানা পর । তোকে আর কাবলাকেই যে আগে ব্যাট করতে হবে

ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? যেই বল আসবে ঠাঁই করে পিটিয়ে দিবি ।

অ্যায়সা হাঁকড়াবি যে এক বলেই ওভারবাউন্ডারি । পারবি না ?

পারা যাবে বোধহয় ।

বোধহয় নয়, পারতেই হবে । তাড়াতাড়ি যদি আউট হয়ে যাস, তোকে আর আমি আস্ত রাখব না । মনে থাকবে ?

কী বিপদে পড়লাম রে বাবা !
ফ্যাস ফ্যাস করস ক্যান ? দাড়ায় থাক সুপ কইর‍্যা ।

হাঁটতে পারছি না যে, খেলব কী করে ?

তুই হাঁটতে না পারলে আমার বয়েই গেল । বল মারতে পারলে আর রান নিতে পারলেই হল ।

বা রে, হাঁটতেই যদি না পারি, তবে রান নেব কেমন করে ?

মিথ্যে বকাসনি প্যালা, মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে । হাঁটতে না পারলে দৌড়নো যায় না ? কেন যায় না শুনি ?

তা হলে মাথা না থাকলেও কী করে মাথাব্যথা হয় ? নাক না ডাকলেও লোকে ঘুমোয় কী করে ? যা-যা, বেশি ক্যাঁচক্যাঁচ করিসনি । মাঠে নেমে পড় ।

মতেই হল অগত্যা ।
প্যাডসুদ্ধু
ড়ে যাব না তো ?
টাকে মনে হচ্ছে
ভীমের গদার
মতো ভারী ।

কবজি টনটন করছে ।
আমি এটাকে হাঁকড়াব,
না এটাই আমায়
হাঁকড়ে দেবে,
বুঝতে পারছি না ।

এ কী ! শুধু দেখছি পেছনে আর দু'পাশে
চোরাবাগান টাইগার ক্লাব ।

আবার কী রকম ঝিঝি খেলা ? ফুটবল তো
নে সমানে লড়াই ।

কিন্তু এ কী কাপুরুষতা ! আমাদের দু'জনকে কায়দা
করবার জন্য ওরা এগারো জন ! সেই
সঙ্গে দুটো আম্পায়ার । আম্পায়ারদের
গোল গোল চোখ দেখে ভ্যাম্পায়ার বলে
সন্দেহ হচ্ছে ।

লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে,
যেন হরির লুটের
বাতাসা ধরবে ।

ওরে বাবা,
একটা ফাঁড়া
কাটল ।

দ্বিতীয় বল

জয় মা
ফিরিঙ্গি কালী !

বাবা গো ! মরে গেলুম ।

আউট !
আউট !
আউট

কে আউট হল ? ক্যাবলা বোধহয় ! আমাকে কাকতাড়ুয়া বলে গাল দেওয়ার ফল । স্টাম্পগুলো তো ঠিক করে দিই ।

তুমি আউট, চলে যাও ।

আউট বললেই হল ? আউট হওয়ার জন্য এত কষ্ট করে প্যাড আর পেন্টলুন পরেছি নাকি ?
বয়ে গেছে আমার আউট হতে !

আমি আউট হব না ৷ এখন হওয়ার কোনও দরকারও দেখছি না ।

দরকার না থাকলেও তুমি আউট হয়ে গেছ । স্টাম্প পড়ে গেছে তোমার ।

পড়ে গেছে তো কী হয়েছে ? আবার দাঁড় করিয়ে দিতে কতক্ষণ !

ওসব চালাকি চলবে না সার । আমার ওভারবাউন্ডারি করা হয়নি ।

চলে যা প্যালা, তুই আউট হয়ে গেছিস ।

তোর ইচ্ছে থাকে তুই আউট হ-গে । আমি এখন ওভারবাউন্ডারি করব ।

এমন সময় হঠাৎ...
আঃ

যা-যা, বেরো মাঠ থেকে । খুব ওস্তাদি হয়েছে । আর নয় ।

আমাকে আউট করা ? আউট কাকে বলে সে আমি দেখিয়ে দেব ।

হাবুল সেন নামছে···

আউট !

আউট !

হাবুলটাকেও আউট করে দিল ?
পটলডাঙার আর একজন নামছে ।
!

কিছুক্ষণ বাদে
এ কী কাণ্ড ! আমাদের পটলডাঙার থান্ডার ক্লাব ব্যাট বগলে যাচ্ছে আর আসছে ! রান মাত্র পঞ্চাশ ! ক্যাবলাটা একা করল একুশ রান !

টেনিদা নামছে···

আউট !

আউট

আউট ? টেনিদা আউট ? এদিকে মোটে দু'জন, ওদিকে এগারো, সেই সঙ্গে আবার দুটো আম্পায়ার । কোনও ভদ্দরলোক ঝিঝি খেলতে পারে ?

টেনিদা, আম্পায়ার দুটোকে বাদ দিলে হয় না ? ওরা না হয় ওদের সঙ্গেই ব্যাট করুক ।

বেশি ওস্তাদি করিসনি প্যালা । আমরা এখন ফিল্ডিং করব । একটা ক্যাচ ফেলেছিস কি ঘ্যাঁচ করে কান কেটে দেব ।

হাবুল সেন বল করছে…

বাউন্ডারি
বাউন্ডারি

হাবুল সেন
আবার বল করছে…

ওরে বাবা,
পঞ্জাব মেল
ছুটে আসছে…

প্যালা, ক্যাচ ক্যাচ….
বাবা রে, বসে পড়ি

বলটা ধরলি নে যে ?
ও ধরা যায় না।

ধরা যায় না ? ইস, এমন সুন্দর ক্যাচ ! এক্ষুনি আউট হয়ে যেত।
সবাইকে
আউট করে কী লাভ ?

তা হলে খেলবে কে ?
আমরা তো আউট হয়ে গেছি।
খেলুক না ওরা।

খেলুক না ওরা ?
তোর মতো বুদ্ধুকে খেলায়
নামানোই আমার ভুল হয়েছে।
!

যা-যা, বাউন্ডারি লাইনে চলে যা

বাউন্ডারি !
বাউন্ডারি !

ব্যাটিং দেখলাম, ফিল্ডিংও দেখছি। বল করতে পারবি ?
এতক্ষণ ঝিঝি খেলা দেখে মনে হচ্ছিল বল করাটাই সবচেয়ে সোজা।

ওদের গোঁসাইটাকে আউট করা চাই। পারবিনে ?
খুব পারব। এ আর শক্তটা কী ?

এক্ষুনি আউট করে দিচ্ছি। কিচ্ছু ভেবো না।

আউট

নো বল

আমি আগেই জানি আম্পায়ার দুটোর মতলব খারাপ।

এই বলেই ব্যাটাকে আউট করব।

ওভারবাউন্ডারি
ওভারবাউন্ডারি !

নাচানাচি হচ্ছে ? দাঁড়াও এবারে গোঁসাইটাকে
একেবারে আউট করে দেব ।
মোক্ষম আউট ।

গোঁসাইটা কী করছে ?
প্যাড খুলে গেছে ?
এই সুযোগেই কর্ণবধ ।

আহা···হা···হা করো কী, করো কী

আউট যাকে বলে !
অন্তত এক হপ্তার জন্যে
বিছানায় আউট !

খটাং !

আঃ !

আঃ ! ওরে বাবা গো, মা গো, মরে গেলাম গো !

মার ! মার ! মার !

এ কী, মাঠসুদ্ধু লোক
তেড়ে আসছে যে···!
কান ঝিঝি করছে ।

টের পাচ্ছি, আসল ঝিঝি
খেলা কাকে বলে !